নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ ও প্রতিকারের আইনের পদক্ষেপঃ প্রেক্ষিত সামাজিক দায়বদ্ধতা

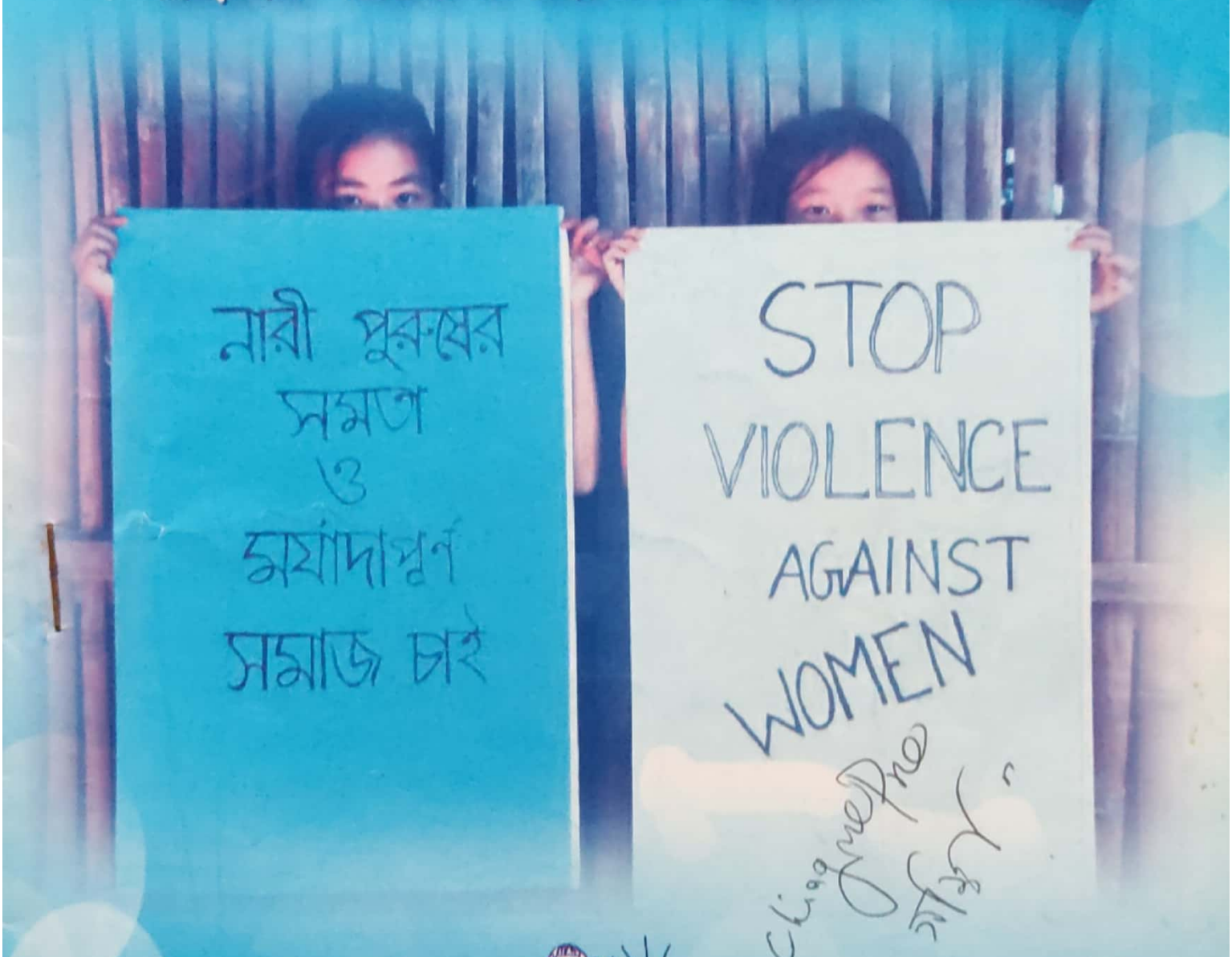

প্রকাশনায়ঃ

খাগড়াপুর মহিলা কল্যাণ সমিতি

খাগড়াপুর, খাগড়াছড়ি সদর, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা।

টেলিফোন ঃ +৮৮-০৩৭১-৬২৩৫১

ইমেইলঃ kmkscht@yahoo.com

সহিংসতা প্রতিরোধ ও প্রতিকারের আইনে পদক্ষেপ

সহিংসতা ঃ

সহিংসতা বা Violence শব্দটি জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে বহুল আলোচিত বিষয়। ভায়োলেন্স এর অভিধানিক অর্থ হচ্ছে প্রচন্ডতা, হিংস্রতা, সহিংসতা ও হিংস্র আচরণ। এই হিংস্রতা বা নির্যাতন বন্ধ করার জন্য যুগ যুগ ধরে নারী ও পুরুষ যৌথভাবে সংগ্রাম করে আসলেও, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে নারীর প্রতি নির্যাতন বন্ধ হয়নি। নারী নির্যাতনের অতীত ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায়, প্রাচীন আরবের শিশুকন্যাকে জীবন্ত কবর দেয়া, ইউরোপে বুদ্ধিমতি নারীকে ডাইনি বলে পুড়িয়ে হত্যা করা, ভারতে সতীদাহ প্রথা, বহুবিবাহ প্রথা ইত্যাদি বিভিন্ন কায়দায় নারীকে নির্যাতন করা হতো।

১৯৯৩ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ কর্তৃক গ্রহীত নারীর প্রতি সহিংসতার একটি সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে। সংজ্ঞাটি অনুযায়ী নারী পুরুষ সম্পর্ক ভিত্তিক যে কোন ধরনের নির্যাতন বা কর্ম যার ফল স্বরূপ একজন নারীর ব্যক্তিগত বা জনজীবনে যাই হোক না কেন শারীরিক, মানসিক ক্ষতি ও যৌন হয়রানী বা এ ধরনের কাজের হুমকি, ভয়ভীত্তি প্রদর্শন এবং অন্যান্য স্বাধীনতা ভোগ থেকে তাকে বঞ্চিত করা।

সুপ্রিমকোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ থেকে নিদের্শনা দেয়া মতে যৌন নিপীড়নে সংজ্ঞা

২০০৯ সালের মে মাসে সুপ্রিম কোর্ট থেকে যৌন নিপীড়নে রোধে কয়েকটি দিক নিদের্শনা উল্লেখ করে একটি নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে সুপ্রিমকোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ। তাদের নিদের্শনা মতে, যৌন নিপীড়নে সংজ্ঞা হচ্ছে- ইমেইল, মুঠোবার্তা, পর্নোগ্রাফি, টেলিফোনে বিড়ম্বনা, যে কোন ধরনের অশ্লীল চিত্র প্রদর্শন, অশালীন উক্তি, কটূক্তি সহ কাউকে ইঙ্গিত পূর্ণভাবে সুন্দরী বলাও যৌন হয়রানির পর্যায়ে পড়ে বলে উল্লেখ করা হয়। এই রায় অনুযায়ী কোনো নারীকে ভয়ভীতি প্রদর্শন, যে কোনো ধরনের চাপ প্রয়োগ করা, মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে সম্পর্ক স্থাপন করা, দেয়াল লিখন, অশালীন চিত্র প্রদর্শন ও আপত্তিকর কিছু করা যৌন হয়রানির মধ্যে পড়ে। রায়ে আরো বলা হয়, যৌন নিপীড়ন ও শাস্তি সম্পর্কে সর্বস্তরের মানুষকে সচেতন করতে হবে।

যৌন হয়রানী রোধে সুপ্রিমকোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ থেকে দেয়া রায়/নির্দেশনা

১৫ মে ২০০৯ সালে হাইকোর্টের দেয়া রায়ের বলা হয়েছে,যত দিন না পর্যন্ত জাতীয় সংসদে যৌন হয়রানি রোধে কোন আইন প্রণয়ন করা হবেনা, ততদিন বাংলাদেশের

প্রকাশনায়। খাগড়াপুর মহিলা কল্যাণ সমিতি, সহযোগিতায়। এ্যাকশন টু প্রোটেশন অব ভাইয়োলেন্স এগেইন্স ওমেন ইন চিটাগাং রিজিয়ন প্রকল্প, জুখনেট, জাপান।

সংবিধানে ১১১ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী হাইকোর্টের দেয়া এই নীতি বাধ্যতামূলকভাবে কার্যকর হবে। এই রায়ে আরো বলা হয়েছে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও কর্মস্থলে যৌন হয়রানির বিষয়ে অভিযোগ কেন্দ্র গঠন এবং অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত নির্যাতিত ও অভিযুক্ত ব্যক্তির পরিচয় প্রকাশ না করার কথাও উল্লেখ করেছে। উক্ত রায়ে আরো বলা হয়েছে, দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও কর্মস্থলে একটি অভিযোগ কেন্দ্র থাকবে। অভিযোগের সত্যাসত্য অনুসন্ধানের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে ন্যূনতম পাঁচ সদস্যের একটি কমিটি থাকবে আর কমিটির প্রধান হবেন একজন নারী। কমিটির অন্য দুইজন সদস্য হবেন অন্য সংগঠন বা প্রতিষ্ঠান থেকে। এছাড়া কমিটির সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যও হবেন নারী।

ইভটিজিং বা যৌন হয়রানী অপরাধের শাস্তিঃ

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ (সংশোধনী ২০০৩) এর ১০ ধারা অনুযায়ী কোনো নারী বা শিশুর প্রতি যৌনপীড়ন হচ্ছে শাস্তিযোগ্য অপরাধ। উক্ত ধারামতে, যদি কোনো ব্যক্তি অবৈধভাবে তার যৌন কামনা চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে তার শরীরের যেকোন অঙ্গ বা অন্যকোন অঙ্গ স্পর্শ করে বা কোনো নারীর শ্লীলতাহানি করে, তাহলে তার এই কাজ হবে যৌন পীড়ন। এই অপরাধের শাস্তি সর্বোচ্ছ ১০ বছর এবং সর্বনিম্ন ৩ বছর সশ্রম কারাদন্ড ও এর অতিরিক্ত জরিমানা।

নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে আইনসমূহ ঃ

বাংলাদেশে নারী ও কণ্যা শিশুর প্রতি নির্যাতন রোধকল্পে অনেক আইন রয়েছে। এসব আইনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল যৌতুক নিরোধ আইন ১৯৮০, বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন ১৯২৯ (সংশোধিত ২০১৬) নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ (সংশোধিত ২০০৩), এসিড অপরাধ দমন আইন ২০০২, পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ ১৯৮৫ ও পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন ২০১০ (২০১০সনের ৫৮নং আইন) ইত্যাদি।

অপরাধ অনুসানে আইনের শাস্তি ঃ

১. যৌতুক নিরোধ আইন ১৯৮০ এর আওতায় যৌতুক প্রদান বা গ্রহণের দন্ড, যৌতুক দাবী করার দন্ড, যৌতুকের জন্য মৃত্যু, মারাত্মক জখম এবং সাধারণ জখম করার অপরাধের শাস্তি ঃ

যদি কোন ব্যক্তি যৌতুক প্রদান বা গ্রহণ করলে অথবা যৌতুক দাবী করলে অথবা কোন নারী তার স্বামী অথবা স্বামীর পিতা, মাতা, অভিভাবক, আত্মীয়-স্বজন বা স্বামীর পক্ষে অন্যকোন ব্যক্তির দ্বারা যৌতুকের জন্য কোন নারী মৃত্যু ঘটেন, মৃত্যুর ঘটানোর চেষ্টা করেন কিংবা মারাত্মক জখম করেন অথবা সাধারণ জখম করেন, তাহলে উক্ত ব্যক্তিগণ

(১) যৌতুক প্রদান বা গ্রহণ করলে অথবা প্রদান বা গ্রহনের সহায়তা করলে, সে সর্বাধিক ৫ বছর এবং সর্বনিম্ন ১ বছর কারাদন্ড এবং জরিমানাসহ উভয় দন্ডের দন্ডনীয় হবেন।

(২) যদি কোন ব্যক্তি পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে কনে বা বরের পিতা-মাতা বা আত্মীয় স্বজন এর নিকট যৌতক দাবী করলে, সে সর্বাধিক ৫ বছর এবং সর্বনিম্ন ১ বছর কারাদন্ড এবং জরিমানাসহ উভয় দন্ডের দন্ডনীয় হবেন।

প্রকাশনায় : খাগড়াপুর মহিলা কল্যাণ সমিতি, সহযোগিতায়: এ্যাকশন টু প্রোটেকশন অব ভাইয়োলেন্স এগেইন্স ওমেন ইন চিটাগাং রিজিয়ন প্রকল্প, জুম্মনেট, জাপান।

(৩) মৃত্যু ঘটানোর জন্য মৃত্যুদন্ড এবং মৃত্যু ঘটানোর চেষ্টার জন্য যাবজ্জীবন কারাদন্ডসহ উভয় ক্ষেত্রের অতিরিক্ত অর্থদন্ডের দন্ডনীয় হইবেন।

(৪) মারাত্মক জখম করার জন্য যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদন্ড অথবা অনধিক বার বছর অন্যূন ৫ বছর সশ্রম কারাদন্ডসহ অতিরিক্ত অর্থদন্ডের দন্ডনীয় হইবেন।

(৫) সাধারণ জখম করার জন্য অনধিক ৩ বছর কিন্তু অন্যূন এক বছর সশ্রম কারাদন্ডসহ অতিরিক্ত অর্থদন্ডের দন্ডনীয় হইবেন।

২। বাল্য বিবাহ নিরোধ আইন ১৯২৯ (সংশোধিত ২০১৬) এর আওতায় বাল্য বিবাহ অপরাধের শাস্তি:

১। বাল্য বিবাহ বন্ধে আদালতের নির্দেশ অমান্য করলে ছয় মাসের কারাদন্ড বা ১০ হাজার টাকা জরিমানা বা উভয় দন্ডের বিধান রাখা হয়েছে।

২। বাল্য বিবাহ সংক্রান্ত বিষয়ে মিথ্যা অভিযোগ করলে ছয় মাসের কারাদন্ড বা ৩০ হাজার টাকা জরিমানা বা উভয় দন্ডের দন্ডনীয়

৩। কোন ছেলে ও মেয়ে অপ্রাপ্ত বয়স্কে বা ২১ ও ১৮ এর নিচে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলে তাদের দুইজনকেও ১৫ দিনের আটকাদেশ ও অনধিক ৫ হাজার টাকা অর্থ জরিমানা দন্ড রাখা হয়েছে।

৪। কোন প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তি বাল্য বিবাহের সহযোগিতা করলে দুই বছর কারাদন্ড বা ১ লক্ষ টাকা জরিমানা বা উভয় দন্ডের দন্ডনীয় হইবে।

৫। কোন পিতা-মাতা বা অভিভাবক এই আইন লংঘন করলে তারা সর্বোচ্চ ২ বছর কারাদন্ড বা ৫০ হাজার টাকা জরিমানা বা উভয় দন্ডের দন্ডনীয় হইবে।

৬। যেকেউ প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তি বাল্য বিবাহ বন্ধনের প্রক্রিয়ার সাথে পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে জড়িত থাকলে তারা ২ বছর কারাদন্ড বা ৫০ হাজার টাকা জরিমানা বা উভয় দন্ডের দন্ডনীয় হইবে।

৭। শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদপত্র ও জন্মনিবন্ধন সনদপত্র বা অন্যান্য সনদপত্রে উল্লেখিত বয়সই বিয়ের বয়স নির্ধারণের ক্ষেত্রে গণ্য করা হবে।

৮। বাল্য বিবাহের মামলা ভ্রাম্যমাণ আদালতেও বিচার করা হবে এবং এ মামলাকেও ফৌজদারি অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে।

৩. নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০২ (সংশোধিত ২০০৩) এর আওতায় ধর্ষণ, ধর্ষণ জনিত কারণে মৃত্যু, গণধর্ষণ, ধর্ষণের চেষ্টা অপরাধের শাস্তি ঃ

যদি কোন পুরুষ বিবাহ বন্ধন ব্যতীত ১৬ বছরের অধিক বয়সের কোন নারী সহিত তার সম্মতি ছাড়া ভীতি প্রদর্শন বা প্রতারণামূলকভাবে সম্মতি আদায় করে অথবা ১৬ বছরের কম বয়সের কোন নারীর সম্মতিসহ বা সম্মতি ব্যতীত যৌন সঙ্গম করেন,তাহলে তিনি উক্ত নারীকে ধর্ষন করেছেন বলে গণ্য হইবে। এর ফলে তিনি নিম্নলিখিত দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন-

(১) যদি কোন পুরুষ কোন নারী বা শিশুকে ধর্ষণ করেন, তাহলে তিনি সশ্রম যাবজীবন কারাদন্ডসহ অর্থদন্ডের দন্ডনীয় হবেন।

প্রকাশনায় : খাগড়াপুর মহিলা কল্যাণ সমিতি, সহযোগিতায়: এ্যাকশন টু প্রোটেকশন অব ভাইয়োলেন্স এগেইন্স ওমেন ইন চিটাগাং রিজিয়ন প্রকল্প, জুম্মনেট, জাপান।

(২) যদি কোন নারী বা শিশু ধর্ষণজনিত কারনে মৃত্যু ঘটে, তাহলে উক্ত ব্যক্তি মৃত্যুদন্ড বা যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদন্ডসহ অতিরিক্ত অন্যূন এক লক্ষ টাকা অর্থদন্ডের দন্ডনীয় হইবেন।

(৩) গণধর্ষণের ফলে কোন নারী বা শিশু মৃত্যু ঘটে বা আহত হন, তাহলে তারা প্রত্যেকে মৃত্যুদন্ডে বা যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদন্ডসহ অতিরিক্ত অন্যূন এক লক্ষ টাকা অর্থদন্ডের দন্ডনীয় হইবেন।

(৪) যদি কোন ব্যক্তি ধর্ষণের চেষ্টা করেন, তাহলে উক্ত ব্যক্তি অনধিক ১০ বছর এবং অন্যূন ৫ বছর সশ্রম কারাদন্ডসহ অতিরিক্ত অর্থদন্ডের দন্ডনীয় হইবেন।

ধর্ষণজনিত ঘটনার পর ধর্ষিতা/অভিভাবক/এলাকাবাসীর করনীয়-

কোন নারী বা শিশু ধর্ষণের শিকার হলে স্বাভাবিকভাবেই তিনি মানসিকভাবে ভেঙ্গে পড়েন। তখন তিনি কি করবেন বা কি করা উচিত কিছুই ভেবে পাননা। এই সময় তাঁর পাশে থেকে মানসিক সাহস দেয়া অত্যন্ত জরুরী। অনেকেই সমাজের বিরূপ দৃষ্টিভঙ্গির কারণে অধিকাংশ ধর্ষণের ঘটনা গোপন করে রাখে। এর ফলে ধর্ষক নিজেকে মহাধর্ষক হিসেবে গর্ববোধ করে। ধর্ষণের ঘটনাকে গোপন রাখা বা দামাচাপা দিয়ে রাখার কোন বিষয় নয়। এটি একটি রাষ্ট্রীয় আইনের ফৌজদারী অপরাধ, যা মানবাধিকারের চরম লংঘণ। কোন সুষ্ঠ ও স্বাভাবিক মানুষ ধর্ষণের ঘটনা ঘটাতে পারেনা। অসুস্থ ও অস্বাভাবিক মানুষেরাই তা করে থাকে। তাদের আইনে সর্ব্বোচ্চ শাস্তি হওয়া উচিত। আইনের লড়াই চালিয়ে যেতে হলে ধর্ষণের শিকার কোন নারী বা তাঁর পরিবার বা অভিভাবক নিম্নলিখিত দিকগুলো পালন করা অত্যন্ত জরুরী।

- নির্ভরযোগ্য যেকোন একজনকে ঘটনা সর্ম্পকে ঘটনা হওয়ার সাথে সাথে অবহিত করা বা জানানো;
- ধর্ষণের সময় পরিহিত কাপড়-চোপড় মামলা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত পানিতে ধুয়ে না ফেলা এবং ডাক্তারী পরিক্ষা সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত ভিকটিম গোসল না করা। ভিকটিম পরিহিত কাপড়-চোপড় কাগজ দিয়ে ভাজ করে তুলে রাখা। পরিহিত কাপড়টি ভিকটিম ডাক্তারী পরিক্ষা করানো সময় ও মামলা তদন্ত করার সময় এবং কোর্টে মামলা পরিচালনা করার সময় প্রমান হিসেবে মামলার কাজে সহায়তা করবে।

সামাজিক দায়বদ্ধতাঃ

মানুষ সামাজিক জীব। সমাজবদ্ধভাবে বসবাস করা মানুষের বৈশিষ্ট্য। সমাজের অর্ধেক অংশ হচ্ছে নারী। নারী ব্যতীত যেমনি পরিবার গঠন হয়না, তেমনি সমাজ গঠন হয় না। সমাজের বেচে থাকার জন্য বা বসবাসের জন্য পুরুষের যে সব অধিকার বা স্বাধীনতা রয়েছে, নারীদের ক্ষেত্রেও সেইসব অধিকার ও স্বাধীনতা আরো বেশি রয়েছে। কেননা, সংবিধান ছাড়াও নারীদের সুরক্ষার জন্য অনেক আইন রয়েছে এবং এই আইনের তাদের

প্রকাশনায় : খাগড়াপুর মহিলা কল্যাণ সমিতি, সহযোগিতায়: এ্যাকশন টু প্রোটেকশন অব ভাইয়োলেন্স এগেইন্স ওমেন ইন চিটাগাং রিজিয়ন প্রকল্প, জুম্মনেট, জাপান।

সুরক্ষার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু কিছু স্বার্থনেসী মহল বা কতিপয় সন্ত্রাসী বা সমাজের একটি বিশেষ শ্রেণীর গ্রুপ বা দল আইনের প্রতি বৃদ্ধাংঙ্গলি দেখিয়ে নারীদেরকে বিভিন্ন ধরনে নির্যাতন করে যাচ্ছে। শিশু থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক পর্যন্ত নির্যাতনের হার থেকে রেহাই পাচ্ছেনা।

প্রতিদিন পত্রিকা খুললে দেখতে পায়, কোন ছাত্রী বা নারী যৌন হয়রানি এর শিকার হয়ে আত্মহত্যা, কোন শিক্ষক ইভটিজিং এর প্রতিবাদ করতে গিয়ে অপমানিত, কোন পিতা-মাতা বখাতেদের ভয়ে তার মেয়েকে বিদ্যালয়ের যাওয়ার বন্ধ করে দেয়া বা অল্প বয়সের বিবাহ পিড়ীতে বসানো বাধ্য করা অথবা কোন নারী যৌতুকের জন্য আত্ম হত্যা করতে বাধ্য হওয়া বা হত্যা করা ইত্যাদি সহিংসতা বা নির্যাতনের চিত্র দেখতে পায়।

কাজেই, আসুন আমরা সবাই মিলে গ্রামে-গঞ্জে সকল প্রকার সহিংসতা বিরোধে বা সমাজের অপরাধমূলক কর্মকান্ডের বিরোধে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ গড়ে তুলি। সহিংসতা বা অপরাধমূলক কর্মকান্ড কারো মঙ্গল বয়ে আনতে পারেনা, বরঞ্চ ব্যাক্তি ও সমাজের যেকোন ভাল কাজের বাধাগ্রস্থ করে। তাই, আইনের পাশাপাশি সহিংসতা প্রতিরোধে সামাজিকভাবে ঐক্যবদ্ধ গড়ে তুলতে হবে। সামাজিকভাবে আমরা যদি অন্যায়কে অন্যায়কারী, সন্ত্রাসীকে সন্ত্রাসী, নির্যাতনকারীকে নির্যাতক এবং ধর্ষনকারীকে ধর্ষক হিসেবে চিহ্নিত না করি, তাহলে সমাজে ও রাষ্ট্রে অন্যায়, অত্যাচার ও অবিচার আরো বেড়ে যাবে এবং আইনও নিজস্ব গতিতে চলার ক্ষেত্রে বাধাগ্রস্থ হবে। কেননা, সমাজের কোন না কোন ব্যক্তি তাদের স্বার্থ হাসিলের জন্য সন্ত্রাসীদেরকে লালন-পালন করে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতেছে। তাদেরকেও আইনের আওতায় এনে বিচারের মুখোমুখি করাতে হবে। সন্ত্রাস, ধর্ষক, নির্যাতনকারী বা অত্যাচারী বা সহিংসতাকারী তারা কারো বন্ধু-বান্ধব বা আত্মীয় স্বজন হতে পারেনা। তারা দেশ, সমাজ ও জাতির শত্রু। তারা সুযোগ পেলে কাউকে বাদ দিবেনা। তাদের মধ্যে কোন মানবিক বা মনুষ্যত্ববোধ নাই। তাদের সংখ্যা খুবই কম। তাই, তাদের বিরুদ্ধে আমাদের সবার ঐক্যবদ্ধ হয়ে প্রতিরোধ গড়ে তুলার আমাদের আহবান-

- কোন প্রকার সহিংসতা কাজে জরিত না হওয়া এবং সকল প্রকার সহিংসতাকে না বলা;
- কোন ছাত্রী/বোন রাস্তাঘাটে, বিদ্যালয়ে, দোকানে, গাড়ীতে অথবা কোন মেলায় কারো দ্বারা ইভটিজিং বা যৌন হয়রানি শিকার হলে অথবা মোবাইল এর মাধ্যমে ক্ষুদে বার্তা (ম্যাসেজ) পাঠালে অথবা কোন লোভনীয় প্রস্তাব দেয়া হলে সাথে সাথে অভিভাবক অথবা বিদ্যালয়ের শিক্ষক অথবা নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিকে জানিয়ে দেয়া;
- কোন বোন বা ছাত্রী কারো দ্বারা ইভটিজিং বা যৌন হয়রানি বা সহিংসতা শিকার হলে, তাঁর পাশে থেকে মানসিক সহযোগিতা দেয়া এবং সাথে সাথে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, মেম্বার, চেয়ারম্যান, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী বা নির্ভরযোগ্য কোন ব্যক্তি কাউকে বিষয়টি অবগত করা;

প্রকাশনায় : খাগড়াপুর মহিলা কল্যাণ সমিতি, সহযোগিতায়: এ্যাকশন টু প্রোটেশন অব ভাইয়োলেন্স এগেইন্স ওমেন ইন চিটাগাং রিজিয়ন প্রকল্প, জুম্মনেট, জাপান।

- কোন শিশু/কিশোরী/যুবতী/নারী কোথাও একা একা বেড়াতে না যাওয়া অথবা বাড়ীতে একা একা রেখে কোথায় না যাওয়া বা নদীতে, ক্ষেতে-খামারে, বাজারে, মেলায় বা কোন জায়গায় একা একা না যাওয়া বা না চলা;
- কোন অপরিচিত লোকের দেয়া কোন কিছু গ্রহণ না করা এবং অপরিচিতি ভাড়াটিয়া মোটর সাইকেল এ না উঠা।
- তথ্য প্রযুক্তির সকল প্রকার খারাপ দিকগুলো বর্জন করা বা ব্যবহার না করা এবং ভালো দিকগুলো ব্যবহার করা।
- একে অপরের প্রতি সম্মান করা, শ্রদ্ধা করা, মর্যাদা দেয়া এবং নির্যাতনে শিকার এর পাশে থেকে সহযোগিতার জন্য এগিয়ে আসা এবং বন্ধু-বান্ধবীদের সাথে সহনশীল আচরন করা, অশালীন কথা না বলা, ইতিবাচক দ''ষ্টিভঙ্গি নিয়ে আচরণ করা।

প্রকাশনায় : খাগড়াপুর মহিলা কল্যাণ সমিতি, সহযোগিতায়: এ্যাকশন টু প্রোটেশন অব ভাইয়োলেন্স এগেইন্স ওমেন ইন চিটাগাং রিজিয়ন প্রকল্প, জুন্সনেট, জাপান।

সকল প্রকার নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে আইনের সহায়তার জন্য কল করুন।

☞ খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার দায়িত্ববান পুলিশ কর্মকর্তাগণের মোবাইল নম্বর

১	পুলিশ সুপার (এসপি), খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা	০১৭১৩৩৭৩৬৭৭
২	অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (এএসপি), খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা	০১৭৩০৩৩৬১৪৮
৩	এএসপি রামগড় সার্কেল, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা	০১৭৫৫৫৫১১৪৫
৪	এএসপি সদর সার্কেল, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা	০১৭৩০৩৩৬১৫০
৫	ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, খাগড়াছড়ি সদর মডেল থানা, খাগড়াছড়ি সদর	০১৭৩০৩৩৬১৫৫
৬	ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, মাটিরাংগা থানা।	০১৭৫৫৫৫১১৫০
৭	ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, দীঘিনালা থানা	০১৭৫৫৫৫১১৪৬
৮	ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, পানছড়ি থানা	০১৭৫৫৫৫১১৪৮
৯	ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, মহালছড়ি থানা	০১৭৫৫৫৫১১৪৭
১০	ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, গুইমারা থানা	০১৭৫৫৫৫১১৫৩
১১	ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, মানিকছড়ি থানা	০১৭১৬৫২৪০৯৮
১২	ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, লক্ষিছড়ি থানা	০১৭৫৫৫৫১১৫২
১৩	ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, রামগড় থানা	০১৭৫৫৫৫১১৪৯

☞ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এর আওতাধীন নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ কল্পে-মালটি-সেক্টরাল প্রোগ্রাম এর 'ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেল" (ওসিসি) খাগড়াছড়ি জেলার কর্মকর্তার মোবাইলন নম্বর-০১৭৩০৭৮১০৩৭, ০১৭৩০৭৩১০২৮ এবং হটলাইন নম্বর-১০৯২১।

☞ খাগড়াপুর মহিলা কল্যাণ সমিতির অফিসের টেলিফোন নম্বর- ০৩৭১-৬২৩৫১ ও কর্মকর্তাগণের মোবাইলন নম্বর ০১৫৫৩৩৮৮১১০, ০১৫৫৩৪৯৩৪৭২, ০১৫৫৬৬০৬৮২৮, ০১৫৫৩৫৬২৬৬১।

ইমেইলঃ kmkscht@yahoo.com

প্রকাশনায়ঃ খাগড়াপুর মহিলা কল্যাণ সমিতি, সহযোগিতায়ঃ এ্যাকশন টু প্রোটেকশন অব ভাইয়োলেন্স এগেইন্স ওমেন ইন চিটাগাং রিজিয়ন প্রকল্প, জুম্মনেট, জাপান।

সহিংসতাকে না বলি,
মূল্যবোধকে সম্মান করি

নারী অধিকার
মানবাধিকার

পরিবার তোমার আমার সকলের
সহিংসতা নয়, মর্যাদা চাই

নারীর ক্ষমতায়ণ
মানবতার উন্নয়ন

বাল্য বিয়েকে না বলি
নির্যাতনে দূরে থাকি

কুড়িতে বুড়ি নয়
বিশের আগে বিয়ে নয়

প্রকাশনায় : খাপড়াপুর মহিলা কল্যাণ সমিতি, সহযোগিতায়: এ্যাকশন টু প্রোটেশন অব ভাইয়োলেন্স এগেইন্স ওমেন ইন চিটাগাং রিজিয়ন প্রকল্প, জুম্মনেট, জাপান।

প্রকাশকাল:

ডিসেম্বর ২০১৬

সহায়তায়:

এ্যাকশন টু প্রোক্টেশন অব ভাইয়োলেন্স এগেইন্স ওমেন ইন চিটাগাং রিজিয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)

জুম্মনেট, জাপান

৫এফ মারুকু ব্লিডিং, ১-২০-৬ হিগাসি ইউইনু,

টাইটু-কু টুকিও, জাপান ১১০-০০১৫।

টেলিফোন ও ফ্যাক্স: ০৩-৩৮৩১-১০৭২

ইমেইল: jummanet@gmail.com